k I K Z Av j x

কথোপকথন

১. শেষ ফাল্গুনের এক সকাল বেলায় টেলিফোনে কথা হয় দু'জনের মধ্যে

- হ্যালো,

- এটা কি মাহমুদ সাহেবের টেলিফোন নাম্বার?

- জি, আমি মাহমুদ বলছি, আপনি কোত্থেকে বলছেন প্লিজ।

- খুব দূর থেকে নয়, মানে লন্ডন প্যারিস বা নিউইয়র্ক থেকে নয়, কাছে থেকেই বলছি- মানে ধানমন্ডি থেকে- গলার স্বর শুনে কি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছেন?

- ঠিক বুঝতে পারছি না। নামটা বলুন ম্যাডাম প্লিজ।

- আমার নাম ফাতিমা ইয়াসমীন। এবার মনে পড়ছে?

- উঁহু। সরি। কিছু মনে করবেন না, প্লিজ। বয়স হয়েছে তো, মেমোরি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে- পুরোপুরি স্মরণ করতে পারছি না। আবার চেনা-চেনাও মনে হচ্ছে- আচ্ছা, আপনার ডাক নাম কি তিমা?

- কী বললেন? তিমা? আমার গলার স্বর শুনে কি আমাকে কম বয়সী মেয়ে মনে হচ্ছে? আপনার চাইতে বয়সে আমি খুব একটা ছোট হবো না- আমাদের ছেলেবেলায় বাঙালি মুসলমানরা আধুনিক হয়ে উঠলে মনমানসিকতায় ততোটা আধুনিক হয়ে ওঠেনি যে, ফাতিমাকে তিমা বলে ডাকার কথা ভাববে- তবে আমার আব্বার বন্ধুরা, মানে যারা বিএ পাস এমএ পাস করা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু-একজন কখনো কখনো ইয়াসমীন না বলে আমাকে জেসমিন বলে ডাকতেন- তবে সব সময় নয়, কখনো কখনো। মন হালকা থাকলে- আবার মায়ের বান্ধবীদের কেউ কেউ আমাকে জুঁই বলেও ডেকেছেন। তাও আদর করে।

- আচ্ছা আচ্ছা, এবার চিনতে পারছি বোধহয়- এমন শার্প আর ইনটেলিজেন্ট কথা কার পক্ষে বলা সম্ভব! আপনি শিনুর বান্ধবী ছিলেন, তাই না?

- শিনু? সে আবার কে? ওই নামে কাউকে চিনতাম বলে তো মনে পড়ছে না? কে শিনু?

- কেন, শিনু মানে আপনার বান্ধবী নওশিনের কথা বলছি- আপনি যার সঙ্গে সই পাতিয়েছিলেন- ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়। মনে নেই?

- ও- ও, আপনি নওশিনের কথা বলছেন? মানে আপনার মিসেস-রে কথা বলছেন- তাই বলুন, কেন চিনতে পারবো না? তবে একটা ভুল হচ্ছে আপনার- আমি ওর সঙ্গে সই পাতাইনি, ও-ই আগ বাড়িয়ে এসে আমার সঙ্গে সই পাতিয়েছিল -তাও আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে সেই আশায়- তাছাড়া আমার সই হওয়ার জন্যই নতুন যে কালচারাল গ্রুপটা তৈরি করেছিলাম আমরা। সেই উত্তরায়ণে ঢোকার সুযোগ পায়- আর তার ফলেই ফাইনাল ইয়ারের হাসান মাহমুদ আর সেকেন্ড ইয়ারের নওশিন বেগম প্রেম সাগরে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করেন হি-হি-হি! সে সব ঘটনার কথা মনে আছে? নাকি ভুলে গেছেন? ও-ই উত্তরায়ণ গড়ে তোলার মূলে কে কে ছিলো? একবার স্মরণ করে দেখুন- আর যদি উত্তরায়ণ গড়ে তোলা না হতো, তাহলে-

- তাহলে কী?

- তাহলে কি প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া আর গার্জিয়ানদের না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করা, বাসর ঘর করা- এসব কি হতো?

হি-হি-হি। কী বলেন, হতো? হি-হি-হি আপনি হয়তো প্রেমে পড়তেন, তবে আরও পরে, অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে, কী? ঠিক বলি নি?

- হা-হা-হা কী যে বলেন, অবশ্যি বলতে পারবো না পুরোপুরি ঠিক বললেন কি না, তবে মনে হচ্ছে, আপনি সেই ৬৪/৬৫ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া ফাতিমা ইয়াসমীনই রয়ে গেছেন। সেই আগের মতোই-

- আগের মতো মানে?

- মানে ওই আর কি! কথায় কথায় হাসি ঠাট্টা, খুনসটি আর ছেলেমানুষি, আপনার অমন আচরণ শাহাবুদ্দিনের খুব ভালো লাগতো- প্রথম আলাপের পর থেকেই ও বলতে গেলে হুঁশ-জ্ঞান প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলো- আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে থাকতো। একরকম পাগলই হয়ে উঠেছিলো বলতে পারেন- একেবারে দিশেহারা অবস্থা হয়ে গিয়েছিলো ওর।

- আরে নাহ্। কী যে বলেন, পাগল আর দিশেহারাও হয়নি, হয়েছিলেন আপনারা- আপনি নওশিনের জন্য, হায়দার মাসুদার জন্য, কোরেশী রোকেয়ার জন্য। আরে পাগল আর দিশেহারা শাহাব কেন হবে? অমন হলে কি কোনো ছাত্র অনার্স আর এমএ ফাইনালে ফার্স্ট ক্লাস পায়? প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই সিএসপিতে ফরেন সার্ভিস পেতে পারে?

- বাহ্ কেন পারে না, ছাত্র হিসেবে তো ও ব্রিলিয়ান্ট ছিলো।

হোক ব্রিলিয়ান্ট, দিনরাত সর্বক্ষণ যদি ভালোবাসার মেয়েটির নাম জপ করে আর চোখ বুঁজে মনের ভেতরের মেয়েটির চেহারা দেখে আর ছুতো পেলেই তার পেছনে পেছনে হ্যাংলার মতো ঘুরে বেড়ায়, তাহলে লেখাপড়া করবে কখন? মনের দিক থেকে স্থির আর স্বাভাবিক না থাকলে কি কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ভাইভাতে কেউ টিকতে পারে?

- থাক হয়েছে ইয়াসমীন। আমি আগের মতোই হার মানছি, আপনার সঙ্গে তর্ক করে কেউ কখনো জিততে পারে নি। আমি তখনও পারি নি, এখনও পারবো না- তো যাক ওসব পুরনো কথা, ঢাকায় কবে এসেছেন? কতোদিন পরে?

- তা সপ্তাহ দুয়েক হতে চললো- এবার এলাম বেশ কিছুদিন পর- তা সাত আট বছর তো হবেই, দশ বছরও হতে পারে।

-ছেলেমেয়েরা ভালো? ওরা কী করছে?

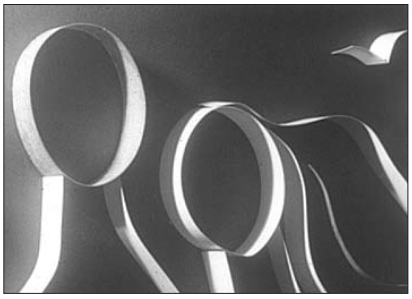

- হ্যাঁ ভালোই আছে। মেয়েটা ছোট, ও ল'ইয়ার মানে ব্যারিস্টার হতে যাচ্ছে, আর ছেলে তো ডাক্তার হয়ে গেছে ওর আব্বা বেঁচে থাকতেই, বিয়েও করে নিয়েছে একটি ইমিগ্র্যান্ট বাঙালি মেয়েকে। ও এমআরসিপি করেছে বছর দুই হলো, ওরা এডিনবরায় থাকে। ওখানকার হাসপাতালে কাজ করে দুজনেই।

- বাহ্, খুব ভালো খবর, তা এবার কতোদিনের প্রোগ্রাম? মানে কতোদিন থাকবেন ঢাকায়।

- দেখি কতোদিন থাকা যায়, তেমন কোনো কাজটাজ তো নেই- যতোদিন ভালো লাগবে- থাকবো।

- এবার কেমন লাগছে?

- ভালো, বেশ ভালো- অনেক দিন পরে এসেছি, তাই বোধহয় সবকিছু ভালো লাগছে- ট্রাফিক জ্যাম, হরতাল, চুরি-ডাকাতি, বোমা মেরে মানুষ খুন- এসব খবর দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠাগুলো ভর্তি থাকে- দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে দেশটা- সেটাও মনে খোঁচা মারে, তবু দূরে ফিরে দেখছি- মন্দ লাগছে না একেবারে- বলা যায় ভালোই লাগছে ঢাকা শহরটাকে- কেন যে! জানি না- একা একা ঘুরি ফিরি তবু ভালো লাগে।

- কোথায় কোথায় যান?

- দূরে কোথাও না, শহরের ভেতরেই- সেই পুরনো জায়গাগুলোতেই, রমনা পার্ক, কার্জন হল এলাকায়, কোনো কোনোদিন সংসদ ভবনের দিকেও যাই, হেঁটে বেড়াই নয়তো ঘাসে ঢাকা গাছতলায় বসে থাকি। পাখি দেখি। লেকের পানিতে ছেলেমেয়েরা বোটে চেপে ভেসে বেড়ায়- ওদের হাসি-খুশি আর ছেলেমানুষি দেখতে বেশ ভালো লাগে। মানুষ বুড়ো হলে বোধহয় তারুণ্যকে নতুন করে আবিষ্কার করে, তাই না? বেশ লাগছে আমার, তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে খুব অবাক লাগছে আমার, আর সেটা কী, জানেন? চেনাজানা লোকেদের কারো সঙ্গেই দেখা হয় না, আর তাই-

- তাই কী?

- তাই বহু খোঁজ-খবর করে একদিন মোহসিনার কাছে গেলাম। ওই যাওয়াটাও একটা মজার ঘটনা বলতে পারেন। একদিন নিউমার্কেটের কাছে ফুটপাতের দোকান থেকে একটা মহিলাদের ম্যাগাজিন কিনি। নাম 'উত্তরাকাশ'- তাতে সম্পাদকের নামের জায়গায় মোহসিনার নাম পাই। নামটা দেখতেই আমার